দৈনিক ইনকিলাব

0 5 NOV 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

শিক্ষাঙ্গন

কে জি স্কুলে সমস্যা কেন?

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কে জি স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে যত্রতত্র। জনসংখ্যার উচ্চমুখী চাপ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ খুব একটা বাড়েনি। শিক্ষার মানও তদ্রুপ। রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহর, ।উপশহরগুলোয় তথাকথিত কিণ্ডার গার্টেন ব্যবসা এক কথায় এখন রমরমা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এটা যে ব্যবসা তা বলছি না। সত্যিকারভাবে যদি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কে জি স্কুল সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতো তবে আর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতো না। এদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিরাট অংকের ভর্তি ফি ও বেতন।

যাতে দারিদ্র্যপীড়িত এদেশে কেবল উচ্চ আয়ের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েরাই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস নেই। স্ব স্ব 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বজায় রাখতে নার্সারী থেকেই ইংরেজী বিদেশী মূল্যবান বই দেয়া হয়। এসব বইয়ের পাঠ রপ্ত করতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণান্তকর অবস্থা। অথচ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী একটা সমস্যা। একথা বলছি না, মাত্রেই বয়স অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা এক রকম নয়। সুতরাং এরা ঢাকা কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত না শিখে— টেম্পস নদীর তীরে লণ্ডন অবস্থিত এটা ভালোভাবে শিখছে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে, যদি "এইম-ইন-লাইফ" রচনা লিখতে ও পড়তে দেয়া হয় তাহলে ছেলেমেয়ের অবস্থা হবে কি? ছেলেমেয়েদের জন্য 'হোম টিউটর' তো রাখা আবশ্যক। রাখছেও মোটা বেতন দিয়ে ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা। '৮৭-র এইচএসসি এবং বর্তমানে অনুষ্ঠানরত ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে বহু কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। এদের প্রায় সকলে বয়সে তরুণ-তরুণী। অভিজ্ঞতাও কম। বুঝা যায় বেতন ও মোটা অংকের টিউশনির টাকার আকর্ষণেই এরা শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হয়েছে। এখন শুধু পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট নেয়াই প্রধানতম ইচ্ছা। যাদের শিক্ষা, প্রদানের ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই তাদের কাছ থেকে ছেলেমেয়েরা কি শিক্ষা আশা করতে পারে?

বেশীর ভাগ কে জি স্কুলই প্রাইমারী বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় যাবে সেটাও কে জি স্কুল শুধু একটা সমস্যা বা এর প্রয়োজনীয়তা নেই। স্কুলগুলোর জন্য চাই শিক্ষা বিভাগের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা। যা সাধারণ স্কুলগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। (ক) সঙ্গতিপূর্ণ পাঠ্যসূচী; (খ) বেতন ও অন্যান্য ফী আদায়ের সীমা নির্ধারণ; (গ) ধর্মীয় শিক্ষা দান; (ঘ) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং (ঙ) নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঠিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা। এগুলো একটি কিণ্ডার গার্টেনকে সত্যিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সহায়ক হবে।

—সোলায়মান বাবু

মাধবদী মহাবিদ্যালয়

গত ৩১ অক্টোবর দৈনিক ইনকিলাবের 'শিক্ষাঙ্গন' কলামে গাজী মোহাম্মদ ওহাব 'মাধবদী মহাবিদ্যালয়ের সমস্যা' সম্পর্কে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ১৯৭৩ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠালাভের পর হতে প্রত্যেক বিষয়ে পূর্বকালীন শিক্ষকসহ সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষক স্বল্পতা কখনও ছিল না, এখনও নাই। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষও আছে। খেলাধুলার সরঞ্জাম এই কলেজে যা আছে অন্য-কোন বেসরকারী কলেজে আছে কি-না কর্তৃপক্ষ সন্দিহান। পূর্ববর্তী সরকার এই কলেজের জন্য দুই লাখ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। উক্ত টাকা দিয়ে ৪তলা ফাউণ্ডেশনসহ ১তলার ১২০ ফুট ইমারত তৈরী করা হয়েছে। শিক্ষকদের কোন আবাসিক সমস্যা নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুমের জন্য চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ছাড়াও ৭টি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। ছাত্র-শিক্ষকের চিত্রবিনোদনের জন্য তথ্য দপ্তর হতে যে টেলিভিশন সেটটি অর্ধমূল্যে মাধবদী মহাবিদ্যালয়কে বরাদ্দ করা হয়েছে আজও তা চালু অবস্থায় আছে। গ্রন্থাগারে প্রায় দুই হাজার বই আছে। এশিয়া ফাউণ্ডেশন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনও প্রচুর বই দান করেছে। কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রচুর বই রয়েছে। এতদসত্ত্বেও লেখক কি উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এহেন মিথ্যা প্রচারণা করেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

—মোঃ জয়নাল আবেদীন,
অধ্যক্ষ,
মাধবদী মহাবিদ্যালয়,
মাধবদী, নরসিংদী।